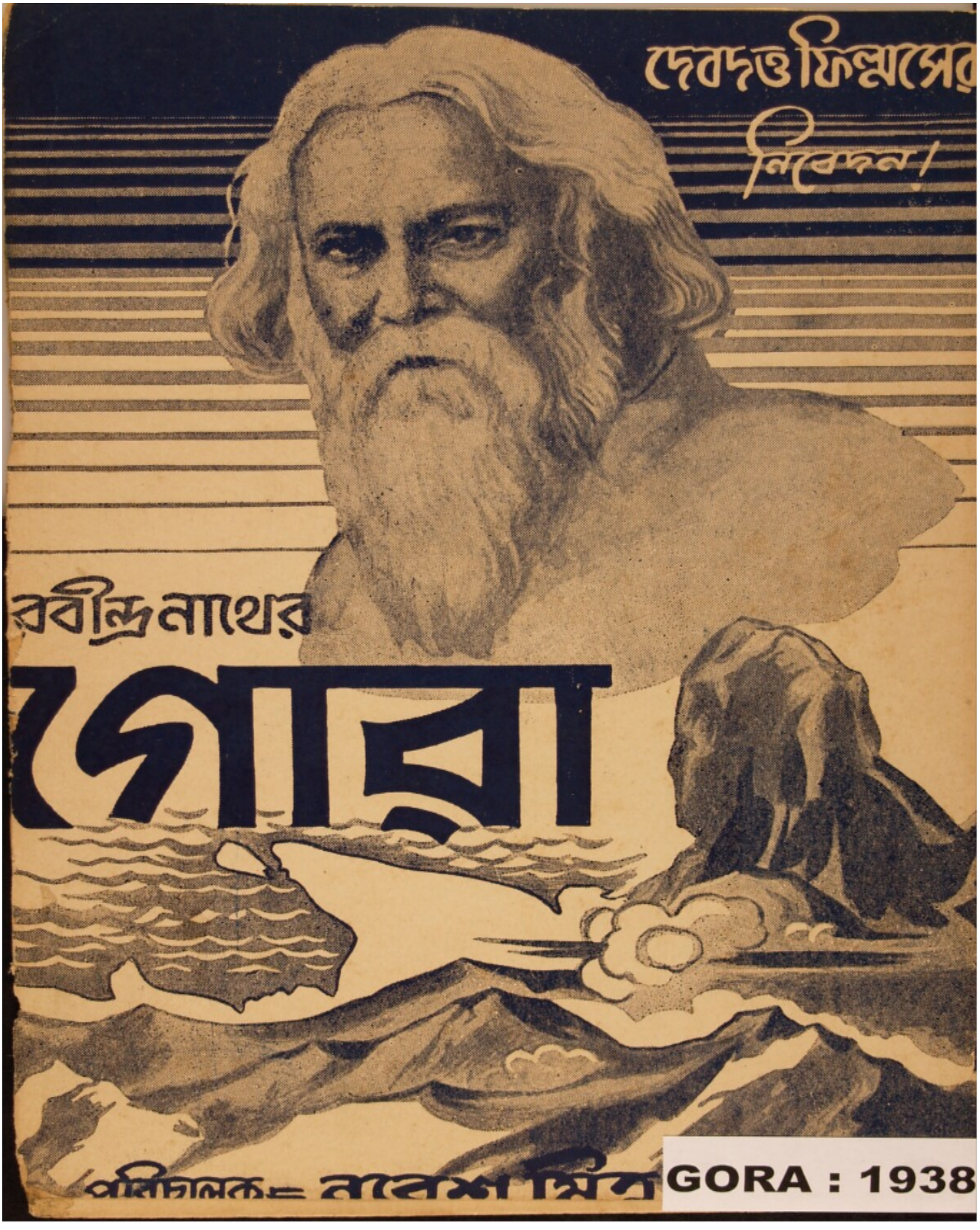
দেবদত্ত ফিল্মসের
নিবেদন!
রবীন্দ্রনাথের
গোরা
পরিচালক— নরেশ মিত্র
GORA : 1938

চরিত্রলিপি

গোরা	জীবন গাঙ্গুলী
হারাণবাবু (পানু)	নরেশ মিত্র
পরেশবাবু	মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য
কৃষ্ণদয়াল	বিপিন গুপ্ত
বিনয়	মোহন ঘোষাল
মহিম	রবি রায়
নায়েব	রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়
নকুলেশ্বর	ললিত মিত্র
অবিনাশ	বিনয় মুখার্জ্জি
রমাপতি	বেচু সিংহ
জীবন পরামাণিক	জীবন চট্টোপাধ্যায়
পরাণ	ত্রিপুরা ব্যানার্জ্জি
সুধীর	সরোজ ব্যানার্জ্জি
কেষ্ট ছুঁতোর	গিরিজা মিত্র

সুচরিতা	রাণীবালা
ললিতা	প্রতিমা দাসগুপ্তা
লাবণ্য	রমলা
আনন্দময়ী	রাজলক্ষ্মী (বড়)
হরমোহিনী	দেববালা
বরদাসুন্দরী	মনোরমা (বড়)
শশিমুখী	ইলা দাস
লীলা	বীণা
সতীশ	মঞ্জু দাস
মহিমের স্ত্রী	সুহাসিনী

গোরা

গল্পাংশ

সিপাহী বিদ্রোহের পঁচিশ-ছাব্বিশ বৎসর পরের কথা।—

বাংলার সামাজিক ও জাতীয় জীবনে নানা দিকে তখন পাশ্চাত্য ভাব-ধারার সংস্পর্শে ও সংঘর্ষে নব জাগরণের সাড়া পড়িয়াছে। সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপর্য্যয়ের ভগ্নস্তূপ হইতে ধূলা ঝাড়িয়া উঠিয়া বাঙ্গালী তখন নিজেকে চিনিবার চেষ্টা করিতেছে।

কৃষ্ণদয়াল বাবু সিপাহী বিদ্রোহের আমলে সামরিক বিভাগে চাকরী করিতেন, বর্ত্তমানে কলিকাতায় আসিয়া বাস করিতেছেন। এক কালে তাঁহার সমাজ সংস্কারের দিকে অত্যন্ত ঝোঁক ছিল। তাহারই প্রতিক্রিয়া স্বরূপ কি-না জানি না, বৃদ্ধ বয়সে তিনি অত্যন্ত গোঁড়া হইয়া উঠিয়াছেন। এখন সাধু-সন্ন্যাসীর সংসর্গে জপ-তপ ও সাধনা করিয়াই তাহার দিন কাটে।

কৃষ্ণদয়াল বাবুর দুই পুত্র — মহিম ও গোরা। মহিম অতি সাধারণ সংসারী—স্ত্রী-কন্যা ও চাকরী লইয়াই তাহার জীবন। গোরা কিন্তু চেহারায় ও চরিত্রে একেবারে আলাদা। তাহার বলিষ্ঠ দেহ, তপ্ত গৌর কান্তি হইতে যে তেজ বাহির হয়, তাহা শুধু শারিরীক স্বাস্থের নয়, মানসিক বলিষ্ঠতারও লক্ষণ। দেশ ও হিন্দু সম্বন্ধে গোরার উৎসাহ অত্যন্ত প্রচণ্ড। বন্ধু বিনয়ের সহিত পূর্ব্বে কিছুদিন সে ব্রাহ্ম সমাজে যাতায়াত করিয়াছে, কিন্তু সম্প্রতি ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের বিরুদ্ধে একেবারে খড়্গহস্ত।

বিনয় ছেলেবেলা হইতে গোরার সাথী। একই সঙ্গে দু'জনে একই ভাব-ধারার ভিতর দিয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে। সম্প্রতি উভয়ের মধ্যে যেন সামান্য মনোমালিন্য দেখা যাইতেছে।

বিনয়ের জীবনের উল্লেখযোগ্য একটি ঘটনা হইতেই তাহার সূত্রপাত। একদিন পথিমধ্যে বিনয়ের বাড়ীর সাম্‌নে বিপদাপন্ন ঋষি-প্রতিম সৌম্যকান্তি এক বৃদ্ধ ব্রাহ্ম, পরেশবাবু এবং তাহার পালিতা-কন্যা সুচরিতা ও তাহার ভ্রাতা সতীশকে বিনয় সামান্য সাহায্য করে। এই পরিচয়ের সুযোগ লইয়া বিনয় উক্ত পরিবারে যাতায়াত আরম্ভ করিয়াছে।

ব্রাহ্ম পরিবার, যাহাদের বাড়ীর মেয়েরা পর-পুরুষদের সাম্‌নে বাহির হয়, সহজভাবে মেলা-মেশা করে, তাহাদের মধ্যে পড়িয়া বিনয় মোহাচ্ছন্ন হইয়া পথভ্রষ্ট হইবে, গোরা এই আশঙ্কা করিতে লাগিল !

গোরার উগ্র-কঠোর হিন্দুত্ব তাহার মা আনন্দময়ীকেও ভাবিত করে। আনন্দময়ী মহিয়সী হিন্দু মহিলা, তাহার মানসিক ঔদার্য্য ও চরিত্র-মাধুর্য্য অসাধারণ। স্বামীর গোঁড়ামীর প্রভাব তাহাকে স্পর্শ করে নাই।

পিতার বিশেষ অনুরোধে, গোরা একদিন পিতার বাল্যবন্ধু পরেশবাবুর বাড়ীতে যাইতে বাধ্য হয়। দৈবক্রমে বিনয়ও সেদিন সেখানে উপস্থিত ছিল। মূর্ত্তিমান বিদ্রোহের মত গোরার প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই ঘরের হাওয়া বদলাইয়া গেল। বিনয় বেশ একটু সঙ্কুচিত হইল। পরেশবাবুর অবিবাহিতা যুবতী কন্যা ললিতার দৃষ্টিতে তাহা এড়াইল না।

পরেশবাবুর স্ত্রী বরদাসুন্দরী গোরাকে দেখিয়া খুশী হন নাই। গোরার উদ্ধত হিন্দুত্ব তাহার কাছে দুর্ব্বোধ্য ও বিরক্তিকর।

কিন্তু গোরার সত্যকার সংঘর্ষ বাধিল, সুচরিতার ভাবী-স্বামী হারাণবাবুর সঙ্গে। হারাণবাবু নিজেকে একজন বড়দরের সমাজ-সংস্কারক ও ব্রাহ্ম ধর্ম্মের রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া মনে করেন। কথা কাটা-কাটির ফলে চায়ের আসরটি মাটি হইয়া গেল।

এই ঘটনার পর বিনয় ও গোরার অকৃত্রিম বন্ধুত্বের মধ্যে ব্যবধান যেন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

এই সময় মহিম তাহার বার বৎসরের কন্যা শশীমুখীর বিবাহের ভাবনায় অস্থির হইয়া হঠাৎ একদিন, বিনয়কে সৎপাত্র হিসাবে আবিষ্কার করিয়া বসিল। মহিমের বিশেষ অনুরোধে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে গোরা বিনয়কে বিবাহের কথা জানাইল। বিবাহের প্রস্তাব পাকা করিবার কথা তোলায় বিনয় জানাইল যে, বিবাহে অমত না থাকিলেও কয়েকটি বিশেষ কারণে বিবাহ হইতে বিলম্ব হইবে।

গোরা এ কথায় উষ্ণ হইয়া উঠিল। দুই বন্ধুর মধ্যে ব্যবধান বাড়িয়া চলিল।

গোরা সেই দিনই একটি পোঁটলা ও লাঠি সম্বল করিয়া, দেশের গ্রামগুলির অভাব-অভিযোগ ও সমস্যা নিজের চক্ষে দেখিয়া বুঝিবার সঙ্কল্প লইয়া, দেশ-ভ্রমণে বাহির হইয়া পড়িল।

পরেশবাবুর পরিবারে ইতিমধ্যে গোরা ও বিনয়ের অলক্ষ্য প্রভাবে পরিবর্ত্তন সুরু হইয়াছে। পূর্ব্ব প্রতিপত্তি ও সম্মান হারাইবার সম্ভাবনায় হারাণবাবুর আচরণ ক্রমশঃ শোভনতার ও সংযমের মাত্রা ছাড়াইতে লাগিল।

হুগলীর কৃষি-শিল্প-সম্মিলনে পরেশবাবুর পরিবারের মেয়েদের লইয়া হারাণবাবু একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করিয়াছিলেন! পরেশবাবুর বাড়ীতেই, হারাণবাবুর তত্ত্বাবধানে সুচরিতা, ললিতা প্রভৃতিকে লইয়া আবৃত্তি, সঙ্গীত ও অভিনয়ের মহলা চলিত। বিনয়কেও তাহার মধ্যে জড়িত হইতে হইয়াছে।

অভিনয় অনুষ্ঠানের দিন।—অভিনয়ের মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে। হুগলীর ডাক্ বাংলোয় সান্ধ্য অনুষ্ঠানের তোর-জোড় চলিতেছে; এমন সময় ঝড়ের মত গোরার বন্ধু অবিনাশ আসিয়া বিনয়কে জানাইল: চরঘোষপুরের নায়েবের চক্রান্তে ফৌজদারী মামলায় এইমাত্র গোরার ছ'মাসের জেলের আদেশ হইয়াছে।

বিনয় তৎক্ষণাৎ সেখান হইতে বাহির হইয়া অবিনাশের পিছনে গোরার সহিত দেখা করিতে ছুটিল। যাইবার সময় বলিয়া গেল—এ ব্যাপারের পর অভিনয় অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া তাহার পক্ষে অসম্ভব।

বিনয় চলিয়া যাইবার পর, ললিতাও সকলের অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া একাই কলিকাতা ফিরিবার জন্য ষ্টীমারে গিয়া উঠিল।

গোরার সহিত দেখা করিয়া, আনন্দময়ীকে খবর দিবার জন্য বিনয়ও সেই ষ্টীমারে যাইতেছে। ঘটনা চক্রে আদর্শের ঐক্যের ভিতর-দিয়া দু'টি তরুণ-তরুণী সে দিন হৃদয়ের মিলনও আবিস্কার করিল।

পরেশবাবুর পরিবারে বেশ একটা আলোড়ন সুরু হইল। বিনয়ের সহিত ললিতার একা চলিয়া আসা লইয়া হারাণবাবু গণ্ডগোল সৃষ্টি করিতে ত্রুটি করিলেন না। সুচরিতার এক মাসীমা, নিষ্ঠাবতী হিন্দু-বিধবা, হরমোহিনী দেবীর আবির্ভাবে গোলযোগ আরও জটিল হইয়া উঠিল। বরদাসুন্দরী অনিষ্টকর হিন্দুপ্রভাবের নামে হরমোহিনীকে বাড়ীতে

স্থান দিতে রাজী হইলেন না। পরেশবাবু সুচরিতার পিতৃধনে তাহার জন্য দু'টি বাড়ী কিনিয়াছিলেন। তাহারই একটিতে সুচরিতা ও সতীশ হরমোহিনীর সহিত পরেশবাবুর পরামর্শে উঠিয়া গেল। যাইবার আগে সুচরিতা স্পষ্টই জানাইয়া গেল যে, হারাণবাবুর সহিত বিবাহে তাহার মত নাই।

হারাণবাবু ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন। এক বন্ধুকে লিখিত ললিতার একটি পত্রকে উপলক্ষ্য করিয়া, ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতি দোহাই দিয়া তিনি পরেশবাবুকে পর্য্যন্ত আক্রমণ করিতে দ্বিধা করিলেন না। ললিতা আহত ও উত্যক্ত হইয়া বলিয়া বসিল: ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা না লইলেও বিনয়কে বিবাহ করিতে তাহার কোনও আপত্তি নাই।

হিন্দু মতে বিনয় ও ললিতার বিবাহের কথা পাকা হইয়া গেল।

জেল হইতে ফিরিয়া গোরা বিনয় ও ললিতার বিবাহের কথা শুনিয়া অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া এই ব্যাপার লইয়া সুচরিতার বাড়ীতে আলোচনা করিতে গেল। সুচরিতার মনে ইতিমধ্যে যে পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহার পরিচয় পাইয়া গোরা শুধু আঘাত করিয়াই ফিরিয়া আসিতে পারিল না— হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে এমন কথাও তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল: তোমার সঙ্গে এক দৃষ্টিতে ভারত জননীকে আমি সম্মুখে দেখ্‌বো এই আকাঙ্খা আমায় দগ্ধ কর্‌ছে। তুমি না পাশে দাঁড়ালে মার সেবা সুন্দর হবে না।

ললিতা এবং বিনয়ের উৎসাহহীন বিবাহের দিনেই আত্মশুদ্ধির জন্য গোরা তাহার শিষ্যদের লইয়া প্রায়শ্চিত্তের এক বিরাট আয়োজন করিয়াছে। মহিম সেখানে তত্ত্বাবধান করিতেছে — গোরা তখনও অনুপস্থিত। এমন সময় তাহাদের বাড়ীর চাকর শশব্যস্ত হইয়া আসিয়া খবর দিল যে কৃষ্ণদয়ালবাবু হঠাৎ রক্ত বমি করিতেছেন, তাঁহার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ।

গোরা সভাস্থলে আসিয়া খবর পাইবা মাত্র বাড়ীতে ছুটিল। পিতার ঘরে যাইবার পথে আনন্দময়ী আসিয়া বলিলেন: ভয় নেই বাবা, উনি এখন অনেকটা ভাল আছেন। তোমাকে গোটাকত কথা বল্‌বো।

আনন্দময়ী এত দিন বাদে যাহা বলিলেন, তাহাতে গোরা স্তব্ধ হইয়া গেল। স্তব্ধ হইবারই কথা!

কী সে কথা? পর্দ্দার গায়ে দেখুন!!

—— o ——

গোরা

সঙ্গীতাংশ

—— o ——

— এক —

সখি প্রতিদিন হায়, এসে ফিরে যায় কে।
তারে আমার মাথার একটি কুসুম দে॥
যেন কি বলিতে চায়, না বলিয়া যায় সে।
সখি প্রতিদিন হায়, এসে ফিরে যায় কে॥

— দুই —

ওহে সুন্দর মম গৃহে আজি পরমোৎসব রাতি।
রেখেছি কনক মন্দিরে কমলাসন পাতি॥

তুমি এস, হৃদে এস, হৃদি বল্লভ হৃদয়েশ।
মম অশ্রুনেত্রে কর বরিষণ করুণ হাস্য ভাতি॥

তব কণ্ঠে দিব মালা, দিব চরণে ফুল ডালা।
আমি সকল কুঞ্জকানন ফিরি এনেছি যুঁথি জাতি॥

তব পদতল লীনা, বাজাব স্বর্ণ বীণা।
বরণ করিয়া লব তোমারে মম মানস সাথী॥

— তিন —

ঊষা এলো চুপি চুপি রাঙিয়া সলাজ অনুরাগে।
চাহে ভীরু নব-বধূ সম তরুণ অরুণ বুঝি জাগে॥

শুকতারা যেন তার জলভরা আঁখি
আনন্দে বেদনায় কাঁপে থাকি থাকি,

সেবার লাগিয়া হাত দু'টি
মালার সম পড়ে লুটি,
কাহার পরশ রস মাগে॥

— চার —

রোদন ভরা এ বসন্ত
সখি কখন আসেনি বুঝি আগে।
মোর বিরহ বেদনা রাঙালো
কিংশুক রক্তিম রাগে॥
দক্ষিণ সমীরে, দূর গগনে
একেলা বিরহী গাহে।
কুঞ্জবনে মোর মুকুল যত
আবরণ বন্ধন ছিঁড়িতে চাহে॥
আমি এ প্রাণের রুদ্ধ দ্বারে
ব্যাকুল কর হানি বারে বারে।
দেওয়া হল না যে আপনারে
এই ব্যথা মনে লাগে॥

—— o ——

1938

আই, এন, এ পিক্‌চার্সের

— পরবর্ত্তী নিবেদন —

রবীন্দ্রনাথের

মা ল ঞ্চ

(হিন্দী ও বাংলায়)

পরিচালনা : প্রফুল্ল রায়

সুর-শিল্পী : কমল দাশগুপ্ত

ডি, বোস এণ্ড কোং, ৬৫/বি, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১৩ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত